তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১০

তথ্য অধিকার আইন প্রকল্পের অগ্রগতি

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের অভিজ্ঞতা বিষয়ক সেমিনার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং এর সহায়তায় তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক যে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করছে গত জানুয়ারী ২০১০ থেকে, সেই গবেষণার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হচ্ছে স্থানীয় সেমিনার করা। এর উদ্দেশ্য তথ্য অধিকার কার্যক্রমের ডিমান্ড সাইড তথা জনগণ এবং সাপাই সাইড তথা কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা সংযোগসূত্র স্থাপন করা। বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে যাবার প্রবেশাধিকার সংকুচিত – সেই ক্ষেত্রটাকে আরও প্রসারিত করা। একই সাথে এলাকায় সাংবাদিক, নাগরিক সমাজ ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে রিইব-এর কাজকে জানানো, ছড়িয়ে দেয়া। তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ায় সকল পক্ষের মধ্যে যাতে সংহতি স্থাপিত হয়, সেজন্য "বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে অভিজ্ঞতা" শিরোনামে রিইব গবেষণাকৃত পাঁচটি এলাকায় (লৌহজং, তালা, শ্যামনগর, কুষ্টিয়া ও সৈয়দপুর) পার্টনার সংগঠনের সাথে যৌথভাবে স্থানীয় সেমিনার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১০ কুষ্টিয়ার জেলা পরিষদ মিলনায়তনে স্থানীয় সংগঠন 'ফেয়ার' এর সাথে যৌথ উদ্যোগে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারির সভাপতিত্বে সেমিনারে কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ড. মো. মহিউদ্দিন, এড. বদরুদ্দোজ্জা গামা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক জনাব ফজলুল রহমান, জেলা তথ্য কর্মকর্তা জনাব মো. তৌহিদুজ্জামান প্রমুখ আলোচনা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ফেয়ার এর দেওয়ান আকতারুজ্জামান। এছাড়া স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়সহ এলাকার জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, এনজিও ও মানবাধিকার কর্মী এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি সেমিনারে আগত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, এই আইনের দু'টো দিক হচ্ছে একদিকে সরকারের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যদিকে নিজেদের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্যে আমাদেরকে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন প্রদানের মাধ্যমে ডিমান্ড তৈরী করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ডিমান্ড তৈরী না হলে সাপাই সাইড কখনো কাজ করবে না। কারণ কর্তৃপক্ষ কখনো নিজ থেকে জনগণকে তথ্য সরবরাহ করবে না। যেহেতু কর্তৃপক্ষের অনেক কাজের সাথে দুর্নীতি জড়িত। আর জনগণই তথ্য জানার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দুর্নীতি বন্ধ করার মাধ্যমে সরকারী কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কুষ্টিয়াতে স্থানীয় সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি

অন্যদিকে গত ১০ নভেম্বর তালা উপজেলায় পরিত্রাণ এবং ১১ তারিখ শ্যামনগর উপজেলায় আই আর ভি-র সঙ্গে যৌথভাবে স্থানীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দুটি স্থানেই উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা চেয়ারম্যান গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। রিইব নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এই দুটি সভা পরিচালনা করেন। তিনি প্রকল্প কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের প্রায় দেড় বছর অতিক্রান্ত হলেও অনেকে এখনো তা জানেন না। এমনকি অধিকাংশ সরকারী কর্মকর্তা আইনটি সম্পর্কে অবগত নন। ফলে আইনটি সম্পর্কে না জানার কারণে নাগরিকদের তথ্য পাওয়ার অধিকার লাভের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারী অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য প্রদানে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সহযোগিতা করছে না। তাই রিইব মনে করে, এই আইনটিকে সফল করার জন্য ডিমান্ড সাইড এবং সাপাই সাইড এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথ্য আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় এই উভয় পক্ষের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তালা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সকলকে নিশ্চিত করেন যে, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তাদের অফিসে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে পারবে। তিনি চেষ্টা করবেন তথ্য প্রদান করতে।

শ্যামনগরে সেমিনারের শুরুতে আদিবাসী মুন্ডা জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে আরটিআই তথ্যের মাধ্যমে একটি নাটক অনুষ্ঠিত হয়। আইআরভির মেরিনা পারভীন সেমিনারে আগত অতিথিদের পরিচিতি প্রদানের মাধ্যমে স্বাগত বক্তব্য তুলে ধরেন। এরপর সুরাইয়া বেগম রিইবের কার্যক্রমের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে উলেখ করে আরটিআই প্রকল্প সম্পর্কে সেমিনারে আগতদের মধ্যে ধারণা দেন। তিনি বলেন, রিইব এদেশের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০২ সাল থেকে কাজ করছে। তারই অংশ হিসেবে ২০১০ সালে বাংলাদেশের বেদে, মুন্ডা, রবিদাস, ঋষি ও হরিজন এই পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী'কে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি করে যাচ্ছে। আর সেই লক্ষ্যেই আজ এই সেমিনারের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণ এবং সরকারী লোকজনের মধ্যে পরিচিতি ঘটানোর মাধ্যমে একটা সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ এ আইনটিকে ব্যবহার করতে গেলে সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নাগরিকদের তথ্য আবেদন করতে হয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে সব সময় একটা ভয় কাজ করে থাকে। সেক্ষেত্রে তারা যাতে আর ভয় না পায় এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ যাতে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে তার জন্য এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

সেমিনারে রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটরগণ তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠির বিভিন্ন ইতিবাচক ও নেতিবাচক অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। উন্মুক্ত আলোচনায় আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা ও সমাধানে করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে এই ধরনের একশনধর্মী কাজের জন্য রিইবের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। বলা হয় এদেশের অনেক জাতিগোষ্ঠির অধিকারহীনতা এবং অধিকার বঞ্চিত হওয়ার আত্মযন্ত্রনা দেখা গেছে আগে কিন্তু এখন যুগের পরিবর্তন হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন পাশ হয়েছে। এটা নিয়ে রিইব বর্তমানে যেভাবে কাজ করছে তা সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে অনেকেই এই আইন প্রয়োগে এগিয়ে আসবে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আজকের যে বাংলাদেশ তা অনেক সময় বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত শক্তি অনুভব করা যায় তাহলে তথ্য অধিকার আইনটিকেও বুঝা যাবে। প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব শাব্বির আহমেদ সরকারের প্রকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ নামে একটা অনুষ্ঠানের পরে সেমিনারে আসেন। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, "এই তথ্য আইন দিয়ে কিছুই হবে না। যদি না জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন না হয়।" তিনি আরো বলেন, আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা। কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা। কিন্তু শুধু আইন করলে হবে না। এজন্যে ডেসিমিনেট করা দরকার। কারণ আমার অফিসে এসে তথ্য জানাওতো সবার জন্য সহজ সাধ্য বিষয় নয়। তাই এটার সফল বাস্তবায়ন করার জন্য অবশ্যই জনবল, লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়া দরকার। তিনি মনে করেন, এই আইন সবার মধ্যে দায়বদ্ধতা এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরণের পদক্ষেপ। এভাবে আলোচনা করতে করতে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে তিনি নিজের মত করে বক্তব্য দেন।

ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা সকলকে আহবান জানিয়ে বলেন, সরকার এবং এনজিওদের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এলক্ষ্যে রিইব এদেশের পাঁচটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্প শুরু করছে। তবে শুধু প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে দিয়ে এর খুব বেশি সফলতা অর্জন করা যাবে না। এজন্যে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। আলোচনা শেষে আবারো মুন্ডা সাংস্কৃতিক দলের সদস্যরা আদিবাসী গান পরিবেশন করেন।

সাতক্ষীরার তালা উপজেলায় স্থানীয় সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

রিইবের আরটিআই প্রকল্পে মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত মনিটরিং ও কমপায়েন্স সার্ভে ফলাফল

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ্স, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং এর আর্থিক সহযোগিতায় পরিচালিত আরটিআই প্রকল্প কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ০৭-২৩ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে এদেশের ৫ টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও সরকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে মনিটরিং ও কমপায়েন্স সার্ভে পরিচালনা করে। জরিপে অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো হচ্ছে লৌহজং, সৈয়দপুর, তালা ও শ্যামনগর উপজেলা এবং কুষ্টিয়া জেলা। এসব এলাকার ৩৫ টি বিভিন্ন সরকারী অফিসে নমুনায়নের মাধ্যমে সার্ভে পরিচালনা করা হয়েছে।

উল্লেখিত ৫ টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মোট ২০০ টি পরিবারে (খানা) নমুনায়নের ভিত্তিতে জরিপ পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে বেদে ৫২, রবিদাস ৩৮, হরিজন ৩৬, মুন্ডা ৩০ এবং ঋষি সম্প্রদায়ের ৪৪ পরিবার অন্তর্ভুক্ত। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, রিইবের আরটিআই প্রকল্প কার্যক্রমের পরিচালনার ফলে সংশিষ্ট কমিউনিটির মধ্যে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতার মান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের আওতাভূক্ত কমিউনিটির শতকরা ৯১% ভাগ উত্তরদাতা এই আইন সম্পর্কে জানে। প্রকল্প শুরুতে এর হার ছিল শতকরা ৪% মাত্র, যা বেইজ লাইন সার্ভে ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে। শতকরা ৯৫ ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছে, রিইবের আরটিআই প্রকল্পের এনিমেটর ও গণগবেষণা দলের সদস্যদের মাধ্যমে তারা প্রথম তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জেনেছে। এর মধ্যে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ উত্তরদাতা স্থানীয় এনিমেটর ও গণগবেষণা দলের সদস্যদের সহায়তায় সংশষ্ট ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে তথ্য আবেদন করেছে। আবেদনকারীদের মধ্যে প্রায় ১৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, তারা তথ্য আইনে আবেদনের নির্ধারিত ২০ কার্য দিবসের মধ্যে তথ্য পেয়েছেন। অন্যদিকে প্রায় ৬০% বলেছেন, তারা তথ্য আবেদন করতে গিয়ে কোন না কোন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তারমধ্যে উলেখযোগ্য হচ্ছে সরকারী অফিসে কর্মরত ব্যক্তিদের দুর্ব্যবহার, আবেদনপত্রের প্রাপ্তিস্বীকার পত্র প্রদানে অস্বীকৃতি, আবেদনপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রভৃতি। প্রায় ৫৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, আর্থিক সমস্যা, সরকারী অফিসের লোকজনের প্রতি ভয় ও দুর্ব্যবহারের শিকার হওয়ার কারণে সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য আবেদন প্রদান না করে এনিমেটরের মাধ্যমে বা রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে পাঠিয়েছেন। শতকরা প্রায় ৪৪% ভাগ উত্তর দাতা জানিয়েছেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে তথ্য না পাওয়ার কারণে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল করেছেন। একই কারনে আবেদনকারীদের মধ্যে ১৯% তথ্য কমিশনে অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। ৫২% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, আরটিআই ব্যবহার করার কারণে কমিউনিটির জনগণ এখন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে, নিজেরাই নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে, সেগুলো সমাধানের ক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণের ভিত্তিতে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে সরকারী সুযোগ-সুবিধা ও কার্যক্রমের তথ্য জানতে সক্ষম হচ্ছে, সরকারী অফিসের সুযোগ সুবিধা পেতে শুরু করেছে, অফিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে ভয় কমে যাচ্ছে, সাহস বৃদ্ধি পাচ্ছে, নারীদের মনোবল বাড়ছে এবং সরকারী অফিসের লোকজন এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল ব্যবহার করছে। এতে সমাজে নিজেদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রভৃতি। যেমন এখন হাসপাতাল গেলেই বিনামূল্যে রোগীদের প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করা হচ্ছে। উত্তরদাতারা মনে করেন, এই আইনের সফল প্রয়োগ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক জনগণকে কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করা উচিত।

অন্যদিকে কমপায়েন্স সার্ভে ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন জেলার ৩৫টি অফিসে সরেজমিনে পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ইতিমধ্যে তথ্য অধিকার আইন কার্যকর হওয়ার দেড় বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও শতকরা প্রায় ১০০% অফিসে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হতে শুরু করে তথ্যপ্রদান ইউনিট চালুকরণসহ আইনে নির্ধারিত কোন উদ্যোগই নেয়া হয়নি। যদিও প্রায় সব অফিসে অতি সম্প্রতি সিটিজেন চার্টার এর মাধ্যমে খুবই সীমিত পরিসরে অফিসের কার্যক্রমের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াও আগের মত রয়েছে। প্রায় ২৯% ক্ষেত্রে অফিস প্রধানই দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য সরবরাহ করছেন। ৪০% উত্তরদাতা স্বীকার করেছেন, এই আইন সম্পর্কে তারা ইতিপূর্বে শুনে থাকলেও নিজেদের করণীয় সম্পর্কে কিছুই জানেন না। ৬০% জানিয়েছেন, তারা তথ্য আবেদন পেয়েছেন। যদিও এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা না পাওয়ার কারণে তাদের তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে সমস্যা হয়েছে কিংবা হচ্ছে। প্রায় ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে গৃহীত তথ্য আবেদন রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করেন না। প্রায় ২৩% উত্তরদাতা আবেদনকারীদের তথ্য সরবরাহ করেছেন। ১০০% উত্তরদাতা মনে করেন, এই আইনের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারী লোকজনকে অফিসিয়াল নির্দেশনা প্রদান করার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী। একই সাথে প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করা অপরিহার্য।

রিইব স্টাফের কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ এর আমন্ত্রণে ভারতে শিক্ষা সফর-এ অংশগ্রহণ

রিইব কর্মকর্তা কাজী আরফান আশিক গত ৭/১১/১০ থেকে ১৭/১১/১০ তারিখ পর্যন্ত কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সি এইচ আর আই) এর আমন্ত্রণে ভারতে এক শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করেন। এ সফর ছিল ভারতের রাজধানী নয়াদিলী এবং গুজরাট প্রদেশে। এই সফরসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল সরকারের উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, স্থানীয় এনজিও পরিদর্শন, স্থানীয় পঞ্চায়েত পরিদর্শন এবং তথ্য অধিকার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ। শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিলীস্থ ইনিস্টিটিউট অব সেক্রেটারিয়েট ট্রেনিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট অফিস, সরকারী প্রতিষ্ঠান ডিপার্টমেন্ট অব পার্সোনেল ট্রেনিং অফিসে। সেখানে তথ্য অধিকার আইন প্রচারের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরা হয়। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কমিশনার মিসেস অন্নপূর্ণা দিক্ষীতের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দিলীর তথ্য কমিশনে অনুষ্ঠিত শুনানি পর্যবেক্ষণ ছিল কর্মসূচীর অংশ। গুজরাটে স্থানীয় এনজিও নাগরিক অধিকার কেন্দ্র পরিদর্শন ছিল অন্যতম দিক, যারা কিনা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করে চলেছে আইন পাশ হবার পর থেকেই। নাগরিক অধিকার কেন্দ্রের সহায়তায় স্থানীয় দুটি মডেল পঞ্চায়েত পরিদর্শন এবং প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার বিষয়ে পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ বিষয়ক রিইব-এর তৃতীয় মাসিক আলোচনা সভা

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) এর ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৃতীয় বারের মত গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে আয়োজিত হয়ে গেল তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক আলোচনা সভা। রিইব এর চেয়ারম্যান ড.শামসুল বারি বলেন, আমরা প্রতি মাসে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজন করছি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তথ্য অধিকার নিয়ে আলোচনা এবং তথ্য আবেদন পত্র লিখতে উৎসাহিত করার জন্য। এরপর তথ্য অধিকার আইনটির সফল প্রয়োগের উদ্দেশ্যে আইনের সাধারণ বিষয়াবলীর উপর উন্মুক্ত আলোচনা হয়। বাষ্ট এর এডভোকেসি প্রোগ্রাম এ বছর তথ্য অধিকার আইন এর উপর হচ্ছে বলে আলোচনায় উঠে আসে। তথ্য অধিকার আইন এর সফল প্রয়োগে মিডিয়ার কি দায়িত্ব হতে পারে এ

নিয়ে আলোচনা হয়। শেষ পর্যায়ে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে একটি করে সমস্যা নির্ধারণ করে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র লিখতে অনুরোধ করেন। উলেখ্য, রিইব সেপ্টেম্বর ২০১০ থেকে প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকায় তথ্য অধিকার বিষয়ক মাসিক আলোচনা সভা আয়োজন করে আসছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের চিত্র ঃ

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১০

কমিউনিটি	বিবরণ			
	কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন	কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে জবাবপ্রাপ্তি	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আপীল	তথ্য কমিশনে অভিযোগ
বেদে	৬১	০৫	১৫	০৭
রবিদাস	৬০	৩৪	০২	-
হরিজন	৪২	০৫	১১	-
মুন্ডা	৫৯	০৬	১৫	-
ঋষি	৫১	০৬	২২	০৮
মোট	২৭৩	৫৬	৬৫	১৫

শ্যামনগর উপজেলায় সেমিনারে মুন্ডা জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার নাটকের দৃশ্য

তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগে সফলতা ও চ্যালেঞ্জ

"তথ্য অধিকার আইনের যে এত ক্ষমতা তা আগে জানতাম না"

আমি মো. সউদ খান, এদেশের একজন বেদে সর্দার এবং কৃষক। দীর্ঘদিন ধরে লৌহজং উপজেলার পদ্মার চরে চাষাবাদ করি। কিন্তু অভাব এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রায় প্রতি বছরই কোন না কোনভাবে ফসল উৎপাদনে নানা ধরনের সমস্যায় পড়ি। এর প্রতিকারের জন্য আমি প্রত্যেক বছর সরকারের সহায়তা লাভের আশায় মেম্বার-চেয়ারম্যান-বক সুপারভাইজারদের কাছে গিয়ে থাকি। কোন কোন সময় তারা সহায়তার আশাস দেন এবং বলেন যে, বরাদ্দ আসলে প্রদান করবেন। আবার কোন কোন সময় আমার মত গরীব চাষীদের নাম-ঠিকানা লিখেও নেন। বিশেষ করে প্রকৃতিক দুর্যোগের সময় ক্ষতিগ্রস্তদের নামের তালিকা লিখে নেয়া হয়। তাই আশা থাকে সরকারী বরাদ্দ আসলে হয়তোবা কিছু সাহায্য পাবো। কিন্তু সাহায্য পাওয়াতো দুরের কথা, প্রত্যেক বারই নাম-ঠিকানা লিখে নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাই হতাশ হয়ে আর কখনো নিজের নাম-ঠিকানা দেব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০১০ সালে রিইবের সহায়তায় এলাকায় তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজ করতে গিয়ে দরিদ্র কৃষকদের সুবিধা প্রদান করার জন্য সরকারীভাবে কৃষিকার্ড পদ্ধতি চালু করার কথা জানতে পারি। কিন্তু এলাকায় অনেকেই নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারলেও প্রথম দিকে আমি বেদে হওয়ার কারণে পারিনি। তাই একদিন উপজেলা কৃষি অফিসে নামের তালিকা ও নিয়মাবলীর কপি চেয়ে তথ্য আবেদন করি। এ প্রেক্ষিতে সেখান থেকে আমাকে ডেকে কিভাবে নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তার নিয়মাবলী শিখিয়ে দেয়। তার ভিত্তিতে তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর ৫/৮/২০১০ তারিখে খোঁজ নিয়ে দেখি, আমার নামে ৮০০ টাকা ভর্তুকি বরাদ্দ করা হয়েছে। তখন সাথে সাথেই উক্ত টাকা আমাকে প্রদান করা হয়। সত্যিই "তথ্য অধিকার আইনের যে এত ক্ষমতা তা আগে জানতাম না"।

"এগুলো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। আপনি এগুলো জেনে কি কাজে লাগাবেন?"

আমি তাপস মুন্ডা গত ৮/৮/২০১০ তারিখে উপজেলা ভূমি অফিসে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে সম্মান জানিয়ে প্রবেশ করি। তারপর তাকে এলাকার খাস জমি সংক্রান্ত আমার তথ্য আবেদন প্রদান করি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) আমার আবেদন পড়ে তার এক সহকর্মীর কাছে বিষয়টি সম্পর্কে আমাকে জেনে নিতে বলেন। তারপর সেখানে গিয়ে আমি আবারো তথ্য আবেদন প্রদান করি। অতঃপর তিনি আমাদেরকে চেয়ারে বসতে বলেন। এর ফাঁকে তিনি আমার আবেদনপত্র পড়ে জিজ্ঞেস করেন, "এটা জেনে আপনার কি হবে ?" তখন আমি তাকে বললাম, এদেশের জনগণ হিসেবে জানার অধিকার আছে। তাই জানার জন্য আবেদন করতে এসেছি। তিনি বললেন, এটাতো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। তারপর তিনি জানতে চান, আপনি কি কোন সংস্থায় চাকুরী করেন? জবাবে আমি বললাম, তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে পেরে আমি এই আবেদনটা করছি। এরপর তিনি আবারো আমার কাছ থেকে জানতে চান, আমি কোথায়, কি করি ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন তাকে আমি আমার লেখাপড়া করার কথা জানিয়ে দিই। তিনি আবার জানতে চান, আমি কোন কলেজে লেখাপড়া করি। আমি বললাম, শ্যামনগর মহসিন কলেজে পড়ি। এটা জানার পর তিনি আমাকে বললেন, এগুলো আমাদের দেয়া নিষিদ্ধ। আমাদের সংসদ সদস্যর কাছে দেয়াও নিষিদ্ধ। আপনি এগুলো জেনে কি কাজে লাগাবেন ? আমি তখন বললাম, কোথায় কোথায় খাস জমি আছে তা যদি জানতে পারি তাহলে আমার এলাকার গরীব লোকেরা সেগুলো ব্যবহার করতে পারবে, তাদের উপকার হবে। তারপরও তিনি বলেন, এগুলো দেয়া নিষিদ্ধ, তবে সাতক্ষীরার ডিসি সাহেব যদি সিদ্ধান্ত দেন, তাহলে আপনাকে দেয়া যাবে। এরপরও সেদিন আমি তার কাছে আবেদন প্রদান করি এবং জবাব পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। নির্ধারিত সময়ে আবেদনের লিখিত কোন জবাব না পেলে পরবর্তীতে আমি জেলা ভূমি অফিসে আপীল করি। সেখান থেকেও আমাকে এ পর্যন্ত কোন তথ্য প্রদান করা হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে এখন তথ্য কমিশনে অভিযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

"এটা আমাদের কাজ। এজন্যে আমরা সরকার থেকে বেতন পাই"

আমি মুন্না দাস, রিইবের সহায়তায় এলাকায় রবিদাস সম্প্রদায়ের জনগণকে সাথে নিয়ে তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগের কাজটি করতে গিয়ে আমরা যারা দীর্ঘদিন ধরে অবহেলা, লাঞ্ছনা-বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে প্রান্তিক অবস্থায় জীবন-ধারণ করছি। বর্তমানে তাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। এক্ষেত্রে প্রথমে আমার নিজের কথাই বলতে হয়। বছর খানেক আগেও এ এলাকায় আমাকে তেমন কেউ চিনতো না। অফিস-আদালতে যেতে সাহস, মনোবল কোনটিই ছিল না। সব সময় ভয় পেতাম। তাই খুব বিপদে না পড়লে অফিসে যেতাম না। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন নিয়ে কাজ করার পর থেকে আমার এই অবস্থার পরিবর্তন হতে শুরু করে। এখন সরকারী অফিসের লোকজন আমাকে চেনে এবং মর্যাদা দিয়ে কথা বলে। তাই অফিসে যেতে আর ভয় পাই না, বরং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এলাকায় রবিদাস সম্প্রদায়ের কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে গিয়ে অফিসে নেই। উপজেলার প্রায় সব সরকারী অফিসে এখন আমাকে চেনে। ইতিমধ্যে এর বহু প্রমাণ আমি টের পেয়েছি। যেমন গত ৩০/১১/২০১০ তারিখে বাজারে যাওয়ার সময় হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় আমার বাবা রিক্সা থেকে ড্রেনে পড়ে কপাল ফেটে যায়। তারপর সেখান থেকে রিক্সাওয়ালা কোন মতে বাবাকে টেনে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে কর্মরত টেকনিশিয়ানদের পরামর্শে রিক্সা চালক ফোনে আমাকে খবর দেয়। হাসপাতালে গেলে কর্তব্যরত টেকনিশিয়ানরা বলেন, আপনারা বসেন, আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। আপনাদের চিন্তার কোন কারণ নেই। বাবার গায়ে ড্রেনের ময়লা লেগে গেলে তারা নিজেরাই তা পরিস্কার করে দেয় এবং হাসপাতালে যে সকল ঔষধ ছিল তার প্রায় সবই সেখান থেকে বিনামূল্যে প্রদান

করে । শুধু টিটেনাস এবং ভাল এন্টিবায়োটিক ঔষধ হাসপাতালে না থাকার কারণে বাইরে থেকে কিনতে হয়েছে । সত্যি বলতে কি ৮ টা সেলাই দিয়ে আমার বাবাকে ব্যান্ডেজ করে দেয়ার পর আমি যেচে গিয়ে তাদেরকে চা-নাস্তার খরচ দিতে গেলে তারা নিজেরাই তা ফিরিয়ে দেয় এবং বলে ঐসবের কোন দরকার নেই । এটা আমাদের কাজ । এজন্যে আমরা সরকার থেকে বেতন পাই । এর পর থেকে প্রতিদিন তারা বাবাকে ড্রেসিং করে দিয়েছে । এভাবে ভাল চিকিৎসা সেবা পাওয়ার কারণে আমার বাবা খুব দ্রুত সুস্থ্য হয়ে উঠে । আমি মনে করি, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করার কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে । কারণ এর আগে টাকা ছাড়া সেবা পাওয়া বলতে গেলে অসম্ভব ছিল ।

খুলনাতে আইআরভি-র সেন্টারে প্রকল্পের প্রদানকৃত কম্পিউটারে কাজ করছেন রিইব এনিমেটর পরিমল মুন্ডা

" আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন কেন ? আমরা এই আইন মানি না"

"তথ্য অধিকার আইন ২০০৯"-এর একটি অন্যতম দিক হচ্ছে সরকারী বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নাগরিকদের কাছে অফিসের তথ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা । সেই লক্ষ্যে স্ব স্ব অফিসে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক "দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা" নিয়োগ দিয়ে "তথ্য প্রদান ইউনিট" চালু করা বাধ্যতামূলক । কারণ আইনের সফলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নাগরিক হিসেবে এদেশের জনগণ এবং সরকারী কর্তৃপক্ষের কার্যকর ভূমিকা পালন করা অপরিহার্য । এই বিষয়টিকে সামনে রেখে রিইব আরটিআই প্রকল্পে কমপায়েন্স সার্ভে পরিচালনা করে । এরই অংশ হিসেবে গত ৯ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে রিইবের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় হরিজন সম্প্রদায়ের এনিমেটর কুষ্টিয়া জেলা ও উপজেলা সদরে বিভিন্ন সরকারী অফিসে গিয়ে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত সংগ্রহ করে । কুষ্টিয়া পৌরসভায় সচিব ছুটিজনিত কারণে অফিসে না থাকায় ভারপ্রাপ্ত সচিব জনাব মো: রবিউল ইসলাম সাহেবের সাথে দেখা করা হয় । সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য জানানো হলে পৌরসভার আবদুর রশিদ নামে অপর এক কর্মকর্তা মন্তব্য করে বলেন, "সরকার আইন করলেই হলো । সরকার আইন করার আগে তো আমাদের মতামত নেয়নি । আপনারা আমাদের এখানে এসেছেন কেন? আমরা এই আইন মানি না । তাছাড়া যাকে-তাকে দিয়ে আবেদন করলে তো আর আমরা তথ্য দিতে পারি না ।" তখন বলা হয় যে, এই আইনটি করেছে সরকার । আর সরকারের বেতনভুক কর্মকর্তা হিসেবে সরকারী অফিস এই আইন মানতে বাধ্য । তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়েছে প্রায় দেড় বছর । এই সময়ের মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে তাদের কাছে কোন তথ্য আবেদন জমা পড়েছে কিনা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে কিনা, তথ্য প্রদান ইউনিট চালু করা হয়েছে কিনা, সর্বোপরি এই আইনটিকে সফল করার লক্ষ্যে কি করণীয় হতে পারে তার তথ্য সংগ্রহ করা । তখনও তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, আমরা এই আইন মানি না । কারণ সবাই সমান হতে পারে না । সবাই সব বিষয়ের তথ্য পেতে পারে না । স্থানীয় হরিজনদের ইঙ্গিত করে তিনি আরো বলেন, পাগল-ছাগলদের দিয়ে তথ্য আবেদন করলে আমরা তথ্য দিতে পারি না । তখন প্রতিবাদ জানানো হলে তিনি নিজেকে সরকারী কর্মকর্তা জাহির করে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন । এভাবে বাক-বিতন্ডা হওয়ার এক পর্যায়ে ভারপ্রাপ্ত সচিব বলেন, আসলেতো তাই । কারণ পৌরসভার মেয়র আর আমিতো এক হতে পারি না । কাজেই সবাইকে সমান করা ঠিক নয় । এসময় তিনিও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেন । তবে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি স্বীকার করেন, আসলে এই আইনটি সম্পর্কে এখনো তিনি ভালোভাবে জানেন না । তারপর বলেন, আমাদের এখানে আবেদন জমা পড়েছে । তবে কয়টা আবেদন জমা পড়েছে তা আমার জানা নেই । কেউ আবেদন নিয়ে আসলে আমরা সাথে সাথে সংশিষ্ট বিভাগের শাখা প্রধানের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে থাকি । আমাদের এখানে কোন আলাদা "তথ্য প্রদান ইউনিট" নেই ।

"সরকারী অফিসে তথ্য আইন কবে কার্যকর হবে? এ প্রশ্ন প্রধান তথ্য কমিশনারসহ সকল সচেতন মহলের কাছে"

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার আটারই গ্রামের অবহেলিত ঋষি পাড়ার একজন এনিমেটর হিসাবে আমি অসীম দাস খানপুর ঋষি সম্প্রদায়ের আরটিআই দলের সদস্যদের নিয়ে কম্যুনিটির চাহিদা অনুসারে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের খাস জমি, কাবিটা, কাবিখা, শিক্ষা উপবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, বিধবা ভাতার পরিমান, প্রতিবন্ধী ভাতাসহ অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির বিষয়ের উপর এ পর্যন্ত ৫১ তথ্য আবেদন করেছি । এর অধিকাংশই আমরা সরকারী ডাকযোগে পাঠিয়েছি । কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমরা জেলা পর্যায়ে বিশেষ করে সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সিভিল সার্জনের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসসহ অন্যান্য অফিসের কয়েক জন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে জানার চেষ্টা করতে গিয়ে দেখেছি যে, তালা উপজেলা থেকে তথ্য চেয়ে ইতিমধ্যে বেশ কিছু আপীল আবেদন পাঠানো হলেও সংশ্লিষ্টরা অধিকাংশই তা না পাওয়ার কথা জানিয়ে দেন । এ প্রেক্ষিতে জেলা সমাজ সেবা অফিসের প্রধান অফিস সহকারী বলেন, আজ পর্যন্ত আমদের এখানে কোন প্রকার আবেদন আসেনি । এরপর তাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয়েছিল এভাবে যে, বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন নামে একটি নতুন আইন পাশ হয়েছে তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কোন চিঠি তথ্য কমিশন বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আপনাদের কাছে পাঠানো হয়েছে কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, না । একইভাবে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রোগ্রাম অফিসারকে প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনিও বলেন, আমার জানামতে, এ সংক্রান্ত কোন তথ্য আবেদন কিংবা কর্তৃপক্ষের চিঠি আমরা এখনো পাইনি । এরপর জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে সেখানকার আর,ও সাহেব বলেন, আমাদের দেশে এ আইন হয়েছে তা জানি । কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা কাউকে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দিইনি । সর্বশেষ আমরা জেলা তথ্য অফিসে গিয়ে এই একই বিষয়ে জানতে চেয়েছি । সেখান থেকেও বলা হয়েছে যে, তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কোন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়নি, তথ্য প্রদান ইউনিট চালু করা হয়নি । ঐ অফিসে সহকারী আরো জানান যে, অফিসে এ ধরনের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি । তবে কেউ যদি তথ্য চাইতে আসে তাহলে তাকে আমরা অন্যভাবে তথ্য আদান প্রদান করে থাকি । জেলা পর্যায়ে কয়েকটা অফিসে সরেজমিনে ঘুরে দেখে বুঝলাম যে, সর্ষের মধ্যে ভুত আছে । অর্থাৎ এ আইন প্রয়োগের সফলতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃপক্ষের একটা বড় ভূমিকা থাকলেও কোথাও এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত নেই । যেমন এ আইন প্রয়োগ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সরকারী লোকজনের মধ্যে এখনো স্পষ্ট কোন ধারণা তৈরী হয়নি । তথ্য প্রদান করা তো দুরের কথা, তারা নিজেরাই জানেন না যে, এ আইন প্রয়োগে নিজেদের কি কি করতে হবে । এটাই যদি সরকারী অফিসের নমুনা হয়, তাহলে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা কিভাবে তথ্য আদান প্রদান করে উপকৃত হবে ? আমি এ ছোট্ট প্রশ্নটি মাননীয় প্রধান তথ্য কমিশনারসহ সকল সচেতন মহলের কাছে রাখলাম ।

ঘোষণা: রিইব-এর উদ্যোগে "তথ্য অধিকার আইন ২০০৯" প্রয়োগ বিষয়ে আলোচনা সভা প্রত্যেক মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩.০০টায় অনুষ্ঠিত হবে । সবাই আমন্ত্রিত । যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক -২৫ বক-এ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ । ফোন: ৮৮৬০৮৩০, ৮৮৬০৮৩১

প্রকাশনায় : রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, বক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১, ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), ফ্রাঞ্জ-মেহেরিং পাটজ-১,১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী, website : www.rosalux.de